দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শিক্ষক নিবন্ধন ও হাস্যকর বিধিমালা

গত ১৪-১২-২০০৬ তারিখে প্রকাশিত হলো বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষার ফলাফল। এ উপলক্ষে মাননীয় রাষ্ট্রপতি দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপস না করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ নিঃসন্দেহে খুশি ও আশ্বস্ত হয়েছেন। আর এ নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুও হয়েছে মেধাবী, যোগ্য ও নির্ভেজাল শিক্ষক-শিক্ষিকা যাচাইয়ের জন্য। গত ১৩-৭-২০০৬ তারিখে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'শিক্ষক নিবন্ধন' শীর্ষক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে শিক্ষা জীবনের তিনটি প্রথম শ্রেণীসহ বিএসসি (অনার্স) পাস সার্টিফিকেট, ব্যাংক ড্রাফট ও অন্যান্য কাগজপত্র দিয়ে দরখাস্ত করে ছিলাম সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান) পদের জন্য। দুর্ভাগ্য এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রেরিত প্রবেশপত্র আমি পাইনি। এ বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের কন্টোলারের অফিসে যোগাযোগ করা হলে আমাকে বলা হয়– আপনার ৪ বছর মেয়াদি অনার্স নেই। আপনি ৩ বছর মেয়াদি অনার্স কমপ্লিট করে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। ৩ বছর মেয়াদি অনার্স হলে বিএড বাধ্যতামূলক। আর এ কারণেই আপনাকে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়নি। এমন উদ্ভট জবাবের জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন— বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত কি কোনো ব্যাচ পাস করে বের হয়েছে? যদি এখনো বের না হয় তাহলে ২০০৫ ও ২০০৬ এই দুই সালে ঐ শর্ত পূরণের যৌক্তিকতা কী? ৩ বছর মেয়াদি অনার্স পাস প্রার্থীর ক্ষেত্রে যদি বিএড বাধ্যতামূলক হয় তাহলে ৪ বছর মেয়াদি অনার্স পাস প্রার্থীর জন্য বিএড বাধ্যতামূলক নয় কেন? তাদের চতুর্থ বর্ষে কি বিএডের বিষয়সমূহ যেমন: শিক্ষানীতি, শিক্ষার ভিত্তি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এবং তাদের কি বিএড ফেলে বেতন দৈয়া হবে?

নিভৃত পল্লীর এক প্রান্তে বসে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে একজন নারী বড়জোর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হওয়ার জন্য এত কষ্টার্জিত ডিগ্রিতেও চলবে না। মাস্টার্স লাগবে। তাহলে কলেজের শিক্ষিকা হওয়ার জন্য এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজন নয় কি? অত্যন্ত মজার বিষয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হওয়ার জন্য যেখানে চাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে চাওয়া হয় মাত্র এসএসসি পাস সনদ। অবশ্য পুরুষের বেলায় চাওয়া হয় স্নাতক ডিগ্রি।

বলা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং শিক্ষার প্রকৃত বুনিয়াদ এ পর্বে স্থাপন করা হয়। শিক্ষার এ পর্বে নারীদের যখন এতোই মূল্যায়ন তাহলে মাধ্যমিক স্তরে এত নিয়ম বলয় কেন? অবশেষে বলবো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হওয়ার জন্য যদি সর্বোচ্চ ডিগ্রি অথবা স্নাতকসহ বিএডের প্রয়োজন হয় তাহলে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি করে বিএড কলেজ স্থাপন করা হোক। নতুবা নারীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা কিছুটা শিথিল করা হোক।

জোবায়দা আকতার মিতা,
এমএসসি পরীক্ষার্থী,
বিরবিরি, জাহাজমারা, হাতিয়া, নোয়াখালী।

চিঠিলেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

সড়ক বা সেতু সংস্কার সংক্রান্ত চিঠিতে সড়ক বা সেতুটি কার অর্থাৎ সেটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের নাকি স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) নাকি জেলা পরিষদের নাকি ইউনিয়ন পরিষদের, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করবার জন্য চিঠি-লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।